ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটির (ডিআইইউ) উদ্যোক্তা উন্নয়নবিষয়ক লোকবক্তৃতার পর মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালকে সম্মাননা দেওয়া হয়। গতকাল রাজধানীর ধানমন্ডিতে ডিআইইউর ক্যাম্পাসে। ছবি : ডিআইইউর সৌজন্যে

শূন্য থেকে ১৬ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা

সফল উদ্যোক্তা

ডিআইইউর শিক্ষার্থীদের সফলতার গল্প শোনালেন মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যখন তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন, তখন হাতে পুঁজি ছিল ১৭৫ টাকা। সেখান থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেঘনা গ্রুপের বার্ষিক টার্নওভার বা লেনদেন এখন ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি।

উদ্যোক্তা হওয়ার পথে দীর্ঘ লড়াইয়ের গল্প শোনাতে গিয়ে এ কথা জানান দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল। তিনি বলেন, সফলতার এই পথ মোটেও মসৃণ ছিল না। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। দিনে ১৮ ঘণ্টারও বেশি কাজ করতে হয়েছে।

মোস্তফা কামাল তাঁর জীবনের গল্প শোনান ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) উদ্যোক্তা উন্নয়নবিষয়ক লোকবক্তৃতায়। গতকাল সোমবার রাজধানীতে ডিআইইউর কার্যালয়ে এই লোকবক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিশিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাদের নিয়ে নিয়মিতভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ডিআইইউ। এবার ১৩তম পর্বে অতিথি ছিলেন মোস্তফা কামাল। ডিআইইউ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছে।

অনুষ্ঠানে মোস্তফা কামাল বলেন, বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ খুব দ্রুতই সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও তাইওয়ানের চেয়ে উন্নত দেশে পরিণত হবে। তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিজের ইচ্ছাশক্তি, মেধাকে ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মোস্তফা কামাল আরও বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে হাতের নাগালেই সব পাওয়া যায়। ঘরে বসেই সেরা সেরা বই পড়া যায়। অথচ আমাদের সময়ে ভালো বই ছিল দুর্লভ। বড় ভাইদের কাছ থেকে বই ধার নিয়ে পড়তে হতো। পড়ালেখার জন্য পায়ে হেঁটে যেত হতো সাত মাইল দূরের স্কুলে। এখন প্রযুক্তি তোমাদের হাতের মধ্যে অনেক সুযোগ-সুবিধা এনে দিয়েছে। এসব সুযোগকে কাজে লাগাও। তাহলে সফল হতে পারবে।'

উদ্যোক্তা হতে হলে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকতে হয় উল্লেখ করে মোস্তফা কামাল বলেন, ইচ্ছার ওপর ভর করে সাহসিকতার সঙ্গে ঝুঁকি নিতে হবে। ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকলে কখনো সফল হওয়া যাবে না। নিজেই নিজের শিক্ষক হতে হবে এবং নিজেকে পরিচালনা করতে হবে। কথা দিয়ে কথা রাখা, সততা এবং মানুষকে সম্মান করলে সফলতা আপনাআপনি চলে আসে।

অনুষ্ঠানে মোস্তফা কামালের পরিবারের সদস্যরা তাঁর সম্পর্কে নানা বিষয় উল্লেখ করেন।

মোস্তফা কামালের জ্যেষ্ঠ কন্যা তাহমিনা মোস্তফা বলেন, 'বাবাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। তিনি কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের বড় করেছেন। ছোটবেলায় কঠোরতা অসহ্য মনে হলেও এখন বুঝতে পারি তা আমার জীবনে সফলতা এনে দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'বাবা যেকোনো পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক থাকেন। কোনো কিছুতেই বিচলিত হন না। এই বিরল গুণ আয়ত্ত করা খুবই কঠিন।'

ডিআইইউর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. সবুর খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে কোরীয় দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি চো মিং ইয়ং, মোস্তফা কামালের স্ত্রী বিউটি আক্তার, তাঁর ছোট মেয়ে তানজিনা মোস্তফা, জামাতা তাইফ ইউসুফ এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।